শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

ভূমিকা :
অগ্রগতি সংস্থা বাংলাদেশের দৰিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলে মুলত কার্যক্রম পরিচালনা করে, ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারনে এই এলাকার শিশুরা অন্যান্য এলাকার তুলনায় একটু বেশী অধিকার বঞ্চিত হয় সেকারনে এই নীতিমালাটি অগ্রগতি সংস্থার সাথে সংযুক্ত সকল পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বের সাথে পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকবে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সকল শিশুকে যৌন নির্যাতনসহ সব প্রকার শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার, আঘাত বা নির্যাতন, অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা শোষণ থেকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

রাষ্ট্রের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সাথে বেসরকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের উদ্যোগ, শিশু সুরক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে অগ্রগতি সংস্থা রাষ্ট্রের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ। অগ্রগতি সংস্থা এর সকল কাজের মূলে রয়েছে শিশু নিরাপত্তার অভাব ও কল্যাণহীনতা সম্পর্কে উদ্বেগ এবং এই কারণে অগ্রগতি সংস্থা -এর সকল স্তরের কর্মীকে অনুধাবন করতে হবে যে, শিশু মাত্রই বড়দের দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত হতে পারে।

অগ্রগতি সংস্থা -কেন এই নীতিমালা গ্রহণ করছে ঃ
অগ্রগতি সংস্থা মনে করে যে, শিশুর প্রতি কোন ধরণের নির্যাতন গ্রহণযোগ্য নয় এবং অগ্রগতি সংস্থা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অগ্রগতি সংস্থা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শিশু নির্যাতন বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা নিজেদের এবং অন্যান্য সংস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করা গেছে শিশুর সঙ্গে কাজ করতে গেলে কোন না কোন সময় শিশু নির্যাতনের বিষয়গুলির মুখোমুখি হতে হবে। যেমন অগ্রগতি সংস্থা এর সংস্পর্শে আসা কোন শিশু তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্য বা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতিত হবার অভিযোগ আনতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে শিশু নির্যাতনকারী হিসেবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অগ্রগতি সংস্থা -এর কোন কর্মী বা কাজের সাথে যুক্ত।

সুতরাং অগ্রগতি সংস্থা -এর সাথে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি শিশু নির্যাতনের বিষয়টি বোঝা এবং নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিশুকে রক্ষার জন্য নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে কঠোরভাবে সচেতন হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বর্তমান দলিলটি শিশুর সঙ্গে কাজ করা এবং শিশু নির্যাতনের বিষয়গুলি নিস্পন্ন করার জন্য অগ্রগতি সংস্থা এর সাংগঠনিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য উত্থাপন করা হয়েছে।

নীতিমালার লক্ষ্য :

- শিশু নির্যাতন সম্পর্কে সংস্থা ও সংস্থার বাইরেও সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- যেকোন প্রকার শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সাড়া দেয়া কিংবা প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সকল কর্মী ও অন্যান্যদের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে নির্দেশনা প্রদান।

আমাদের শিশু বিষয়ক মূলনীতি

- শিশুদেরকে নির্যাতন ও শোষনের ব্যাপারটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে ঘটে চলেছে। নির্যাতন রোধ তাদের অধিকারের সাথে জড়িত।
- জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে হবে যা নির্যাতন ও শোষণ থেকে শিশুকে রক্ষা করবে।

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে নিরাপদ রক্ষক হিসেবে কাজ করতে অগ্রগতি সংস্থা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা (Child Safeguarding Policy)

এই ডকুমেন্টে বর্ণিত নীতিমালা ও বিধি-বিধানগুলো শিশুদের জন্য নিরাপদ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রগতি সংস্থার পরিচয়কে তুলে ধরে। এই নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রগতি সংস্থা নিশ্চিত করতে চায় যে, এ সংস্থা তার শিশু সুরক্ষা প্রটোকলের বিধিবিধানগুলো এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের "যৌন নিপীড়ণ ও যৌন নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন ২০০৩" মেনে চলছে।

১.১ প্রচার এবং সচেতনতা গড়ে তোলা

ক) শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, কর্মী আচরণবিধি এবং স্থানীয় বিধি-বিধান সকল স্টাফ, অন্যান্য প্রতিনিধি এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদের জন্য অবশ্যই সহজলভ্য করতে হবে।

খ) যাদের কাছে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং আচরণবিধি বিতরণ করা হবে তারা যেন এগুলো বুঝতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। এজন্য এই নীতিমালা ও আচরণবিধি স্থানীয় ভাষায় অবশ্যই অনুবাদ করতে হবে এবং সংশিস্নষ্টদেরকে তা জানাতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে, পোস্টার, জনপ্রিয় মাধ্যম বা ছোট আকারে কার্ড ও ছবি দ্বারা প্রকাশ করতে হবে এবং শিশুবান্ধব উপকরণ তৈরিকরতে হবে।

১.২ নিয়োগ এবং বাছাই

ক) শিশুর নিরাপত্তা বিধানে অগ্রগতি সংস্থার যে অঙ্গীকার রয়েছে, সংস্থার কর্মী এবং অন্যান্যদের নিয়োগ এবং বাছাই করার সময় তা অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে। সতর্কীকরণ, যাচাই-বাছাই এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, কেউ যদি শিশুদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপোযোগী প্রতীয়মান হয় সে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাদ পড়বে।

খ) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সফলকাম ব্যক্তিদের সচেনতনা বৃদ্ধির জন্য এই নীতিমালার মৌলিক বিষয়, এর প্রকৃতি, বিধি-বিধান, আচরণ-বিধি এবং প্রক্রিয়া অবশ্যই জানাতে হবে। তারা যাতে এই আচরণ পেশাগত এবংব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করে তাও নিশ্চিত হতে হবে।

গ) সফল প্রার্থীদের শিশু নিরাপত্তা নীতিমালার মৌলিক দিকসমূহ এবং এর 'অবশ্য-পালনীয় বৈশিষ্ট্য',

কর্মপ্রক্রিয়া এবং আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সেইসাথে এটাও জানাতে হবে যে, এ

নীতিমালা এবং বিধি-বিধান ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে সমানভাবে প্রযোজ্য।

১.৩ সংস্থার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় শিশু সুরক্ষা নীতি সন্নিবেশিত করা

ক) শিশু সুরক্ষা নীতিমালাকে অবশ্যই ব্যবস্থাপনার সমস্ত প্রণালী (system), মানসম্মত পরিচালন কর্মপ্রক্রিয়া (Standard Operating Procedures) ও অপরাপর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে শিশুদের অধিকার সম্মানজনক অবস্থায় থাকে এবং শিশু নির্যাতন ও যৌন শোষণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া না হয়।

খ) মানবসম্পদ এবং ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার নীতির প্রতিফলন থাকবে যেখানে কর্মী এবং সংস্থার অপরাপর প্রতিনিধি কীভাবে কাজ করবেন তা নির্ধারিত থাকবে। এজন্য এই বিষয়টি জবডেসক্রিপশন, মানসম্মত পরিচালন কর্মপ্রক্রিয়া, চুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগের শর্তাবলী, আচরণবিধি, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা বিধিতে প্রতিফলিত হতে হবে। উল্লেখিত কার্য ব্যবস্থাগুলোর কোনোটির ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষার দিকটি প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তা মারাত্মক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে।

গ) কোনো ধরনের উদ্বেগ অথবা অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনের যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সে সম্পর্কে শিশু এবং তাদের তত্ত্বাবধায়কগণকে সচেতন করতে হবে। একই সাথে মুখ্য স্টেকহোল্ডার হিসেবে তাদেরকে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং

আচরণবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তাদের প্রতি সংস্থার স্টাফ, অন্যান্য প্রতিনিধি এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদের প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে সম্মকভাবে সচেতন করতে হবে। এই তথ্যগুলো প্রচারে শিশু সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা সহজে বুঝতে পারে।

ঘ) যেখানে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যশনাল শিশুদের জন্য কার্যক্রম পরিচালনায় অথবা সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সেখানে সার্বক্ষণিকভাবে শিশুর দেখাশোনা করায় এবং নিরাপত্তা বিধানে সর্বোত্তম সামর্থ্য প্রয়োগ করবে। ঐ সকল কাজ এবং সেবাগুলোর গুণগত উৎকর্ষতায় অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং এর প্রক্রিয়ার প্রতিফলন থাকতে হবে।

১.৪ ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ক) অগ্রগতি সংস্থার যে কোনো কর্মসূচিতে অবশ্যই শিশুর নিরাপত্তার ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে এবং এই ঝুঁকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যা সংশিস্নষ্ট কর্মসূচির মনিটরিং এবং মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

খ) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের সাথে যে কোনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, শিশুর নিরাপত্তার জন্য যে কোনো ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একই সাথে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো সংশিস্নষ্ট কর্মসূচির মনিটরিং এবং মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

গ) শিশু এবং তাদের তত্ত্বাবধানকারীরা যখন প্রচারণা, মিডিয়া, যোগাযোগ, কনসালটেশন, এবং এডভোকেসী কাজে অংশগ্রহণ করবেন তখন অবশ্যই তাদের সম্মতি নিতে হবে এবং যেন শিশু কিংবা তার তত্ত্বাবধানকারীরা কোনোরূপ শোষণের শিকার না হয়, তারা আরো বিপদাপনড়ব হয়ে না পড়ে অথবা ঝুঁকিতে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বাস্তবানুগ নির্দেশনা তৈরি করতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

১.৫ শিখন এবং উন্নয়ন

ক) স্টাফ, সংস্থার প্রতিনিধি এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদেরকে সংস্থায় তাদের ভূমিকার আলোকে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা দিতে হবে। শিশুদের যৌন শোষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ শোনা এবং এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য যে সকল স্টাফের দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই শিশুদের অভিযোগ গ্রহণ এবং সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

খ) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত স্টাফদের পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণে এবং কর্মী ও সংস্থার অন্যান্য প্রতিনিধিদের অপরিহার্য/মূল প্রশিক্ষণগুলোতে শিশু সুরক্ষা নীতিমালার (আচরণবিধি এবং স্থানীয় বিধি-বিধানসহ) আলোচনা আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও তাকে বোঝার ব্যাপারগুলো শিখন ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, যদি না তার কোনোটি শিশুর জন্য ক্ষতির কারণ হয়।২

১.৬ পার্টনার বা সহযোগী সংস্থা

ক) অগ্রগতি সংস্থার এবং সহযোগী সংস্থার মধ্যকার সকল চুক্তিতে অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) সহযোগী উন্নয়ন সংস্থাকে অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে অথবা একই মানের এবং ধরনের নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করতে হবে। সহযোগীদের সাথে চুক্তিতে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ তদন্ত এবং রিপোর্টিং এর সম্মত প্রক্রিয়াগুলো অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। সহযোগী সংস্থার মধ্যে এ নীতিমালা ভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটলে তা অবশ্যই সেভ দ্য চিলড্রেনকে জানাতে হবে।

গ) অগ্রগতি সংস্থা শিশুদের জন্য কাজ করতে গিয়ে যে উপকরণগুলো তৈরি করেছে সেগুলো ব্যবহার করে যেন সহযোগী সংস্থাসমূহ সুনির্দিষ্ঠ মানদণ্ডের ভিত্তিতে নীতিমালা এবং বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অগ্রগতি সংস্থার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে ।

১.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ সাইটসমূহ ও ডিজিটাল ছবির যথাযথভাবে ব্যবহার নির্দেশ করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে শিশুরা কোনো ঝুঁকিতে না পড়ে। আমাদের স্টাফ এবং প্রতিনিধিরা এই প্রযুক্তিগুলো কীভাবে ব্যবহার করবে তা যেমন এই নির্দেশনায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে, তেমনি শিশুরা যখন আমাদের পক্ষ হয়ে অথবা আমাদের সংস্থার অনুরোধে সাড়া দিতে গিয়ে কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করবে তখন কীভাবে তা করবে, সে বিষয়টিও বলা থাকবে ।

১.৮ শিশুদের প্রতি আচরণ

স্টাফ, সহযোগী সংস্থার কর্মী এবং অপরাপর প্রতিনিধিরা যা কখনোই করবেন না:

ক) শিশুদের আঘাত, প্রহার বা অন্য কোনোভাবে শারীরিক নির্যাতন।

খ) ১৮ বছরের নিচে কারো সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা। বয়ঃপ্রাপ্তির কাল/ তার সম্মতি অথবা স্থানীয় প্রথা তা অনুমোদন করলেও এর ব্যাতিক্রম করা যাবে না। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারনার অযুহাত আদৌ গ্রাহ্য হবে না।

গ) শিশুর সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যা কোনোভাবে শোষণমূলক বা নিপীড়নমূলক মনে হতে পারে।

ঘ) এমন কোনো কাজ করা যা কোনোভাবে শিশু নির্যাতনের কারণ হতে পারে অথবা যা কোনো শিশুকে নিপীড়নের ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।

ঙ) এমন কোনো ভাষা ব্যবহার, পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া যা যথাযথ নয় অথবা অশালীন অথবা নির্যাতনমূলক।

চ) এমন শারীরিক ভঙ্গী করা, যা কুরুচিপূর্ণ বা যৌন উদ্দীপক।

ছ) যে শিশুর/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে তাদের ঘরে কোনোরকম নজরদারীবিহীন অবস্থায় রাত্রি যাপন করা, যদি না ব্যাতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশিস্নষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।

জ) যে শিশু/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তাদের সাথে একই বিছানায় ঘুমানো।

ঝ) যে শিশুর/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে একই ঘরে ঘুমানো, যদি না ব্যাতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশিস্নষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।

ঞ) একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যা শিশু নিজেই করতে পারে সে কাজ করে দেওয়া।

ট) শিশুদের এমন কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা বা তা দেখেও না দেখার ভান করা যে কাজটি বেআইনী, বিপদজনক এবং নিপীড়নমূলক ।

ঠ) এমন কাজ করা যাতে শিশু লজ্জিত, অপমানিত, হেয় বা খাট হতে পারে অথবা অন্য কোনোভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করা।

ড) বৈষম্য করা, কোনো শিশুকে বেশি যত্ন কোনো শিশুকে কম যত্ন করা, অপর শিশুদেরকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোনো শিশুর প্রতি আনুকুল্য দেখানো।

ঢ) অন্যান্য শিশু থেকে দূরে নিয়ে কোনো একটি শিশুর সঙ্গে একাকী অত্যাধিক সময় কাটানো।

ণ) শিশুকে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে রাখা যে অবস্থায় খুব সহজেই তাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠতে পারে।

উল্লেখিত বিষয়গুলোই সম্পূর্ণ কিংবা চূড়ান্ত তালিকা নয়। স্টাফ, সহযোগী সংস্থার কর্মী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা সবসময় সেসব কাজ বা ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন, যা কোনো আচরণকে ভুলভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিতে পারে, কোনো অনাচারকে টিকিয়ে রাখে অথবা সম্ভাব্য নিপীড়নমূলক আচরণ বলে বিবেচিত হয়। শিশুদের সংস্পর্শে আসে এমন সব স্টাফ, সহযোগী সংস্থার কর্মী এবং অন্যান্য প্রতিনিধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:

ক) ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তা মোকাবেলা করা।

খ) কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা যাতে ঝুঁকি কমে যায়।

গ) শিশুদের সাথে কাজ করার সময় যতটা সম্ভব দৃশ্যমান অবস্থায় কাজ করা।

ঘ) এমন একটি উন্মুক্ত পরিবেশ এবং সংস্কৃতি রচনা করা যেখানে শিশুরা তাদের যে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

ঙ) স্টাফদের মাঝে এমন একটি দায়িত্ববোধের অনুভূতি সৃষ্টি করা যাতে করে কোনো ধরনের খারাপ চর্চা বা সম্ভাব্য নির্যাতনমূলক আচরণ বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে না পারে।

চ) শিশুদের সংস্পর্শে আসে এমন কর্মী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলাপ করা এবং তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তা জানাতে উৎসাহিত করা।

ছ) শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা- তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলা। তাদের সাথে বড়দের কোন আচরণটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোনো সমস্যায় পড়লে তারা কি করবে এ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া।

জ) ব্যক্তি এবং পেশাগত জীবনে উচ্চমান বজায় রাখা।

ঝ) শিশুদের অধিকারকে সম্মান করা এবং তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, সৎ থাকা এবং সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দেখা।

ঞ) শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের সাথে বৈষম্যহীনতা ও সততা, মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে আচরণ করা।

ট) শিশুদেরকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার প্রতি উৎসাহিত করা যা তাদেরকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় সক্ষম করে গড়ে তুলবে।

১.৯. কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

অগ্রগতি সংস্থার এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে যাতে স্থানীয়ভাবে উদ্বেগ চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়গুলো কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্টিং, নথিবদ্ধ এবং বিশেস্নষণ করা যায়। অধিকন্তু, যেখানে প্রয়োজন সেখানে এ ঘটনাগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই সকল তথ্য-দলিল উর্ধতন ব্যবস্থাপকবৃন্দর কাছে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন আকারে পাঠাতে হবে।

১.১০. স্থানীয় রিপোর্টিং প্রক্রিয়া

অগ্রগতি সংস্থার এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে যাতে স্থানীয়ভাবে উদ্বেগ চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়গুলো কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্টিং, নথিবদ্ধ এবং বিশেস্নষণ করা যায়। অধিকন্তু, যেখানে প্রয়োজন সেখানে এ ঘটনাগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই সকল তথ্য-দলিল উর্ধতন ব্যবস্থাপকবৃন্দর কাছে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন আকারে পাঠাতে হবে।

ক) একজন কর্মী যখন এমন কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন যা কিনা উপরে উল্লেখিত মানদ-গুলোর ব্যাতিক্রম অথবা অন্য যে কোনো ধরনের অসদাচরণ, তাহলে তার দায়িত্ব বিষয়টি সম্পর্কে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা বা জানানো। অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রেই কর্মী তার সরাসরি সুপারভাইজারকে জানাবেন। কোনো কর্মী যদি বিষয়টি

তার সরাসরি সুপারভাইজারকে জানাতে না চান তবে তিনি তা তার পরবর্তী পর্যায়ের সুপারভাইজারকে জানাতে পারেন। অধিকাংশ ঘটনা মোকাবেলার ক্ষেত্রেই এই রিপোর্টিং প্রক্রিয়া দক্ষ ও এবং কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে বলে সংস্থা এতে জোরালোভাবে উৎসাহ যোগায়। তবে কোনো কর্মী যদি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মনে করেন যে তার সরাসরি সুপারভাইজারদের বিষয়টি জানানো ঠিক হবে না, তবে তিনি তা সংশিস্নষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী পরিচালককে জানাতে পারেন।

খ) ঘটনার রিপোর্টগুলো ধারণা প্রসূত বা সিদ্ধান্তমূলক হওয়ার চেয়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিত এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। এতে করে অগ্রগতি সংস্থা ঘটনার প্রকৃতি এবং এর বিস্তৃতির যথাযথ পরিমাপ করতে পারবে এবং কোনো প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে পারবে।

গ) অগ্রগতি সংস্থার এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নৈতিকতা ও বৈধ পেশাগত আচরণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানোর জন্য সংস্থার অঙ্গীকারকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়া।

১.১১. গোপণীয়তা এবং নাম প্রকাশ না করা

অবস্থা বিবেচনায় ঘটনার রিপোর্টসমূহ যতদূর সম্ভব গোপণ রাখতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি রিপোর্ট সম্পর্কে বিশেষ কোনো অনুরোধ করে, অগ্রগতি সংস্থা তার পরিচিতি গোপণ রাখবে, যদি না তা একটি উপযুক্ত ও দক্ষ তদন্ত কাজ পরিচালনায় অগ্রগতি সংস্থার কাজকে বাধাগ্রস্থ করে। যদিও অগ্রগতি সংস্থার নীতিমালা লঙ্ঘনের সম্ভাব্য ঘটনা অথবা অন্যান্য অসদাচরণ বিষয়ে বেনামী অভিযোগও গ্রহণ করবে এবং সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তবুও এ সংস্থা যে কোনো অভিযোগ জানানো বা রিপোর্ট করার সময় নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করার জন্য স্টাফদেরকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করছে। এতে করে তদন্ত কাজ পরিচালনায় সংস্থার জন্য তা সহায়ক হবে।

১.১২. তদন্ত কাজ পরিচালনা

ক) এজেন্সী যদি উপরোক্ত নীতিমালা ভঙ্গের বা কোনো অসদাচারণের বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট পায় তবে তা দ্রম্নততার সাথে তদন্ত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেউ এ ধরনের রিপোর্ট পেলে তার দায়িত্ব হবে সঠিক বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে নির্ধারণ করা- কোন বিষয়টি তাদের কর্তৃত্বের মধ্যেই পর্যালোচনা করা যাবে আর কোন বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য আবশ্যিকভাবে উচ্চতর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।

খ) উর্ধ্বমুখী রির্পোটের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি কমিয়ে আনার জন্য সুপারভাইজারের সাথে আলোচনা এবং সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, বিশেষ করে রিপোর্টটি যখন এমন কোনো বিষয়ে হয় যার সাথে সংস্থার একাধিক অফিস বা বিভাগের সংশিস্নষ্টতার সম্ভাবনা থাকে; গণমাধ্যম বা সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে, সংস্থার জন্য মাত্রাধিক দায়ভার সৃষ্টির মত বিষয় হয়; অথবা স্টাফ, উপকারভোগী অথবা জনগণের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকী সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে হয়, এ ধরনের তদন্ত কাজে অগ্রগতি সংস্থার সকল কর্মীর পূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

১.১৩. কোনো প্রতিশোধ নয়

সৎ বিশ্বাস থেকে কেউ এ প্রক্রিয়ায় রিপোর্ট করলে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেয়া বা তাকে হয়রানী করাকে অগ্রগতি সংস্থার প্রশ্রয় দেয় না। কোনো স্টাফ এরকম কোনো প্রতিশোধ পরায়ণতা বা হয়রানীতে যুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে, এমনকি বরখাস্ত পর্যন্ত করা হতে পারে।

১.১৪. অন্যান্য

অগ্রগতি সংস্থার স্থানীয়ভাবে বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে। যে বিধি-বিধানে ব্যবস্থাপনা নির্দেশনায় বলা থাকবে যে কখন এবং কীভাবে রাষ্টীয় কর্তৃপক্ষ যেমন-পুলিশ, সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রশাসন কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে (যেখানে কথিত ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে) অভিযোগ বা উদ্বেগের কথা জানানো হবে। অধিকন্তু এই বিধি-বিধানে স্থানীয় শিশু সুরক্ষা কাঠামোর বিস্তারিত বর্ণনা, শিশু নিপীড়ণের যে বিষয়গুলো স্থানীয়ভাবে বেশি ঘটে থাকে তার বর্ণনা এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য শিশু সুরক্ষা বিষয়ক উপকরণসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। একটি সমীৰা বা ম্যাপিং অনুশীলন করার পর এই বিধি-বিধান এবং প্রক্রিয়াসমূহ চূড়ান্ত করা হবে হবে, যার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১.১৫. উদ্বেগ/অভিযোগ (concern) রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সংস্থার স্টাফ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের করনীয়

ক) সকল অগ্রগতি সংস্থার স্টাফ অন্যান্য প্রতিনিধি এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীরা অবশ্যই শিশু নির্যাতন অথবা যৌন নিপীড়নের সকল ঘটনা রিপোর্ট করবেন। এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঘটনা যেমন থাকবে তেমন অনির্দিষ্ট বা নিশ্চিত হওয়া যায়নি এমন বিষয়ে উদ্বেগ বা অভিযোগও থাকতে পারে। অভিযুক্ত নির্যাতনকারী যদি সংস্থার কর্মী বা অন্যান্য প্রতিনিধি অথবা সহযোগী সংস্থার কর্মী হয় তাহলে অবশ্যই তা রিপোর্ট করতে হবে।

খ) যদি কোনো স্টাফের কাছে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কোনো উদ্বেগ জানানো হয় তাহলে ঐ স্টাফের প্রথম কাজটি হবে ঐ শিশুর নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা।

গ) অভিযুক্ত নির্যাতনকারী যদি অগ্রগতি সংস্থার , এর প্রতিনিধিদের বা সহযোগী সংস্থার বাইরেরও হয়, সেক্ষেত্রেও স্টাফরা যেন শিশু নির্যাতন এবং নিপীড়ন সম্পর্কিত গুরুতর[৪] ধরনের যে কোনো অভিযোগ রিপোর্ট করতে পারেন এবং তা মোকাবেলা করতে পারেন, স্থানীয় বিধি-বিধানে তার প্রক্রিয়াগুলোও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।গুরুতর নির্যাতন এবং নিপীড়ন' বলতে শিশুদের প্রতি ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর আচরণ বা অস্বাভাবিক পীড়নকে বোঝানো হয়েছে। হর-হামেসা চোখেপড়ে শিশুদের প্রতি এমন ছোটখাট সহিংস আচরণ যা কিনা অনেক সমাজেরই দুঃখজনক চিত্র- তা থেকে আলাদা বোঝানোর জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি দিয়ে এমন ধরনের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যেগুলো ইচ্ছ করলে প্রতিরোধ করা যায় এবং যা স্থানীয় আইনে একটি অপরাধ বলে পরিগণিত। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে দৈহিক শাস্তির ব্যাপারটি শৃংখলা বিধানের একটি সাধারণ ধারা হিসেবে বিবেচিত, যন্ত্র ব্যবহার করে শাস্তি এবং রক্ত ঝরানো, কালশিরা ফেলে দেয়া এবং হাড়-গোড় ভেঙ্গে ফেলার মত শাস্তিসহ চরম শাস্তির বিষয়গুলো এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে।

ঘ) শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত যে কোনো উদ্বেগ ২৪ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে। যদি না এটি অসম্ভব হয়,অবাস্তব হয় অথবা অন্য কোনো ব্যাতিক্রমী অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

১.১৬. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে দায়িত্ব এবং কর্তব্য

ক) অগ্রগতি সংস্থার 'চাইল্ড সেভগার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগ এবং অভিযোগসমূহ গ্রহণ করবেন সংশিস্নষ্ঠ উর্দ্ধতন কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী পরিচালক।

খ) গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত স্টাফদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যে অবশ্যই শিশু সুরক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত এবং পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা থাকবে। এগুলোর মধ্যে অবশ্যই স্টাফ হিসেবে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বেগ বা অভিযোগসমূহ উত্থাপন করা, চাইল্ড সেফ গার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট[৬] হিসেবে ঐ সকল উদ্বেগ এবং অভিযোগসমূহ গ্রহণ বা লিপিবদ্ধ করা এবং ম্যানেজার হিসেবে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এই পদগুলোতে নিয়োগকৃত কর্মীরা অবশ্যই যথাযথ নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা পাবেন।

গ) অগ্রগতি সংস্থার সকল স্টাফ, প্রতিনিধি এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদের অবশ্যই চাইল্ড সেভ গার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট এর বিস্তারিত যোগাযোগ ঠিকানা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। যাতে করে তিনি শিশু সুরক্ষা বিষয়ক উদ্বেগ/অভিযোগসমূহ গ্রহণ করতে পারেন।

ঘ) উদ্বেগসমূহ জানানোর জন্য একটি মানসম্মত রিপোর্টিং ফর্ম (Standard Reporting Form) ব্যবহার করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে স্থানীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

এটা হতে পারে প্রজেক্ট পর্যায়ে, স্থানীয় ফিল্ড অফিস পর্যায়ে, রিজিওন পর্যায়ে, যা নির্ভর করবে আকার, পরিসর এবং কীভাবে এ ব্যবস্থাকে সবচেয়ে ভালভাবে কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কিত মূল্যায়নের উপর। চাইল্ড সেভ গার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট নামটি দিয়ে সেসব স্টাফকে বোঝানো হয় যারা শিশু সুরক্ষা বিষয়ক উদ্বেগ/অভিযোগসমূহ গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।